B.A CBCS POLITICAL SCIENCE HONS- 6TH SEM .

DSE-4: HUMAN RIGHTS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

TOPIC 1- A- UNDERSTANDING HUMAN RIGHTS: THREE GENERATIONS OF RIGHTS

BY – SHYAMASHREE ROY, ASSISTANT PROF.(DEPT. OF POL. SCIENCE)

মানবাধিকার কী?

মানবাধিকার হ'ল লিঙ্গ, জাতীয়তা, আবাসের স্থান, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা অন্যান্য শ্রেণিবিন্যাস নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকার। সুতরাং, মানবাধিকার বৈষম্যহীন, যার অর্থ সমস্ত মানুষ তাদের অধিকারী এবং তাদের থেকে বাদ দেওয়া যায় না। অবশ্যই, যদিও সমস্ত মানুষ মানবাধিকারের অধিকারী, সমস্ত মানুষই সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের সমানভাবে অভিজ্ঞতা করে না। অনেক সরকার এবং ব্যক্তি মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে এবং অন্যান্য মানবকে স্থূলভাবে শোষণ করে।

মানবাধিকার বিভিন্ন আছে, সহ:

1. নাগরিক অধিকার (যেমন জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা এবং সুরক্ষা),
2. রাজনৈতিক অধিকার (যেমন আইনের সুরক্ষার অধিকার এবং আইনের আগে সমতা),
3. অর্থনৈতিক অধিকার (কাজের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা এবং সমান বেতনের অধিকার সহ),
4. সামাজিক অধিকার (যেমন শিক্ষার অধিকার এবং বিবাহের অনুমতি সম্মত),
5. সাংস্কৃতিক অধিকার (তাদের সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার সহ), এবং
6. সম্মিলিত অধিকার (স্ব-সংকল্পের অধিকারের মতো)।

অধিকার: অর্থ ও সংজ্ঞা:

সহজ কথায়, অধিকার হ'ল জনগণের সাধারণ দাবী যা প্রতিটি সভ্য সমাজ তাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দাবি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং সেজন্য রাষ্ট্র কর্তৃক এটি প্রয়োগ করা হয়।

১. "অধিকার হ'ল সামাজিক জীবনের সেই শর্তগুলি যা ব্যতীত কোনও মানুষ সাধারণত নিজের পক্ষে সেরা হতে পারে না" " -Laski

২. "অধিকারগুলি নৈতিক সত্তা হিসাবে মানুষের কৃতিত্বের পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাগুলি।" –T. H. Green.

৩. "অধিকারগুলি সেই সামাজিক অবস্থার চেয়ে বেশি বা কম কিছু নয় যা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা অনুকূল" - বেনি প্রসাদ

যেমন অধিকার হ'ল জনগণের সাধারণ ও স্বীকৃত দাবি যা তাদের মানুষ হিসাবে তাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়

অধিকারের বৈশিষ্ট্য / প্রকৃতি:

১. অধিকার কেবল সমাজে বিদ্যমান। এগুলি সামাজিক জীবনযাপনের পণ্য।

২. অধিকারগুলি হ'ল ব্যক্তিদের সমাজে বিকাশের জন্য দাবি।

৩. অধিকার সকল ব্যক্তির সাধারণ দাবি হিসাবে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত।

৪. অধিকারগুলি যুক্তিবাদী এবং নৈতিক দাবি যা জনগণ তাদের সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়।

৫. যেহেতু এখানে কেবল সমাজে অধিকার রয়েছে তাই এগুলি সমাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না।

6. জনগণকে তাদের উন্নয়নের জন্য অধিকার প্রয়োগ করতে হবে যার অর্থ সামাজিক কল্যাণের প্রচারের মাধ্যমে সমাজে তাদের বিকাশ ঘটে। অধিকার কখনও সামাজিক ভালোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না।

7. অধিকার সকল মানুষের জন্য সমানভাবে উপলব্ধ।

৮. সময়ের সাথে সাথে অধিকারের বিষয়বস্তুগুলি পরিবর্তন হতে থাকে।

9. অধিকার নিরঙ্কুশ নয়। জনস্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শৃঙ্খলা এবং নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য এগুলি সর্বদা সীমাবদ্ধতাগুলি অপরিহার্য বলে মনে করে।

১০. কর্তব্যগুলির সাথে অধিকারগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। তাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে “নো ডিউটিস হো রাইটস”। কোন অধিকার নেই কোন কর্তব্য। " “আমার যদি অধিকার থাকে তবে সমাজের অন্যের অধিকারকে সম্মান করা আমার দায়িত্ব”

১১। অধিকারের প্রয়োগ প্রয়োজন এবং কেবলমাত্র তখনই এগুলি সত্যই লোকেরা ব্যবহার করতে পারে। এগুলি রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সুরক্ষিত এবং প্রয়োগ করা হয়। মানুষের অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে অধিকারের প্রকৃতিটি প্রকাশ করে।

অধিকারের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলির মধ্যে রয়েছে:

- মদিনার সংবিধান (622 খ্রিস্টাব্দ; আরব) মদিনার মুসলিম, ইহুদি, শিবির অনুসারী জন্য অনেকগুলি অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল।
- ম্যাগনা কার্টা (১২১৫; ইংল্যান্ড) ইংল্যান্ডের বাদশাহকে কিছু অধিকার ত্যাগ এবং কিছু আইনী ব্যবস্থার সম্মান করার জন্য এবং রাজার ইচ্ছা আইন দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে তা মেনে নেওয়ার জন্য রাজা জন তার ব্যারনদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে তিনি "আইন অনুসরণ করবেন" জমির "।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (1776) মানব জীবনের অধিকারকে সংজ্ঞায়িতভাবে প্রভাবিত করে (স্বাধীনতা, সাম্যতা, ভ্রাতৃত্ব) ফ্রান্সে। এছাড়াও, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার অনুচ্ছেদে লেখা আছে, "প্রত্যেকেরই জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির সুরক্ষার অধিকার আছে"।
- মানবাধিকার ও নাগরিকের ঘোষণাপত্র (1789; ফ্রান্স), ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম মৌলিক দলিল, ব্যক্তি অধিকার এবং জনগণের সম্মিলিত অধিকারের সেটকে সংজ্ঞায়িত করে।
- ইউনাইটেড স্টেটস বিল অফ রাইটস (1789–1791; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনীতে এমন ব্যক্তিদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যেখানে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারেনি, নিখরচায় সমাবেশের অধিকার, ধর্মের স্বাধীনতা, জুরির দ্বারা বিচারের বিচার সহ , এবং অস্ত্র রাখা এবং বহন করার অধিকার।
- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (১৯৪৮) হ'ল মানদণ্ডগুলির একটি অতি সংক্ষিপ্ত সেট যা দ্বারা সরকার, সংস্থা এবং ব্যক্তিরা একে অপরের প্রতি তাদের আচরণকে পরিমাপ করবে

- ❖ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অনুসরণকারী নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (1966) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত।
- ❖ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (1966), মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আরেকটি অনুসরণ, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।
- ❖ ইউরোপীয় ইউনিয়নের মৌলিক অধিকারের সনদ (2000)

THE THREE GENERATION OF RIGHTS

মানবাধিকারকে তিন প্রজন্মের মধ্যে বিভক্ত করার বিষয়টি প্রথম দিকে 1979 সালে স্টারসবার্গের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইনস্টিটিউটে চেক বিচারপতি কারেল ভাসাক প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি এই শব্দটি কমপক্ষে 1977 সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে ব্যবহার করেছিলেন। ভাসাকের তত্ত্বগুলি মূলত ইউরোপীয় আইনকেই মূল হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাঁর বিভাগগুলি ফরাসী বিপ্লবের তিনটি ওয়াওয়ার্ড অনুসরণ করে: লিবার্টি, সমতা, ভ্রাতৃত্ব। তিনটি প্রজন্ম ইউরোপীয় ইউনিয়নের মৌলিক অধিকার সনদের কয়েকটি রব্রিকে প্রতিফলিত হয়।

প্রথম প্রজন্মের মানবাধিকার- প্রথম প্রজন্মের মানবাধিকার, যাকে কখনও কখনও "নীল" অধিকার বলা হয়, মূলত স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের সাথে মোকাবেলা করে। এগুলি মূলত নাগরিক এবং রাজনৈতিক প্রকৃতির: তারা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করতে নেতিবাচকভাবে পরিষেবা দেয় প্রথম প্রজন্মের অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, জীবনের অধিকার, আইনের আগে সমতা, বাকস্বাধীনতা, সুষ্ঠু বিচারের অধিকার, ধর্মের স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকারের অধিকার। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাইটস অফ রাইটস এবং ফ্রান্সে মানবাধিকার এবং নাগরিকের ঘোষণাপত্রের দ্বারা আওতাভুক্ত হয়েছিল, যদিও এর মধ্যে কিছু অধিকার এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অধিকারের অধিকার ছিল 1215 সালের ম্যাগনা কার্টায় এবং ইংরেজদের অধিকার, যা ইংরেজ বিল অফ রাইটসে 1689 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি বিশ্ব স্তরে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১৯৮৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৩ থেকে ২১ অনুচ্ছেদে এবং পরে ১966 সালে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আন্তর্জাতিক আইনে মর্যাদাপূর্ণ ছিল। ইউরোপে, তারা 1953 সালে মানবাধিকার সম্পর্কিত ইউরোপীয় কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

*দ্বিতীয় প্রজন্মের মানবাধিকার –*দ্বিতীয় প্রজন্মের মানবাধিকার সমতার সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হতে শুরু করে। এগুলি মৌলিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং প্রকৃতির সাংস্কৃতিক। তারা নাগরিকের বিভিন্ন সদস্যকে সমান শর্ত এবং চিকিত্সার গ্যারান্টি দেয়। মাধ্যমিক

অধিকারগুলির মধ্যে ন্যায় ও অনুকূল অবস্থানে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার, খাদ্য, আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা অধিকারের পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা এবং বেকারত্বের সুবিধার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রথম-প্রজন্মের অধিকারের মতো এগুলিও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আওতাভুক্ত ছিল এবং তারা সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের 22 থেকে 28 অনুচ্ছেদ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা সজ্জিত ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ১১ জানুয়ারী, ১৯৪৪-এ তাঁর রাজ্য ইউনিয়ন সম্বলিত বক্তৃতার সময় অনেক একই একই ক্ষেত্রকে আচ্ছাদন করে দ্বিতীয় অধিকার বিলের প্রস্তাব করেছিলেন। বর্তমানে, অনেক দেশ, রাষ্ট্র বা জাতিগোষ্ঠী রয়েছে মানবাধিকারের বিস্তৃত সেটগুলির গ্যারান্টিযুক্ত আইনত বাধ্যতামূলক ঘোষণাগুলি বিকাশ করা, যেমন ইউরোপীয় সামাজিক সনদ। কিছু রাজ্য এগুলির কয়েকটি অর্থনৈতিক অধিকার আইন করেছে, যেমন। নিউইয়র্ক রাজ্য তার সাংবিধানিক আইনে একটি নিখরচায় শিক্ষার অধিকারের পাশাপাশি "সম্মিলিতভাবে সংগঠিত ও দর কষাকষির অধিকার" এবং শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই অধিকারগুলি কখনও কখনও "লাল" অধিকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তারা তাদের সম্মান এবং প্রচার ও পরিপূরণ করার দায়িত্ব সরকারের উপর চাপিয়ে দেয়, তবে এটি সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রটির উপর এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে কারণ এটি তার নিজস্ব সংস্থান নিয়ন্ত্রণ করে। আবাসন ও শিক্ষার প্রত্যক্ষ অধিকার কারও কাছে নেই। (উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকাতে আবাসনের অধিকার হ'ল নয়, বরং "পর্যাপ্ত আবাসে প্রবেশাধিকার" প্রগতিশীল ভিত্তিতে উপলব্ধি করা হয়েছে।) সরকারের দায়িত্ব এই ইতিবাচক অধিকারগুলি আদায় করা।

তৃতীয় প্রজন্মের মানবাধিকার - তৃতীয় প্রজন্মের মানবাধিকার হ'ল সেই অধিকারগুলি যা নিখরচায় নাগরিক ও সামাজিককে ছাড়িয়ে যায়, যেমন আন্তর্জাতিক আইনের অনেক প্রগতিশীল দলিলগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন 1972 সালে মানব পরিবেশ সম্পর্কিত জাতিসংঘের সম্মেলনের স্টকহোম ঘোষণা, পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক ১৯৯২ এর রিও ঘোষণা , এবং অন্যান্য উত্সাহযুক্ত "নরম আইন" এর অন্যান্য টুকরা। "তৃতীয় প্রজন্মের মানবাধিকার" শব্দটি মূলত বেসরকারী হিসাবে রয়ে গেছে, ঠিক যেমনটি "সবুজ" অধিকারের সর্বাধিক ব্যবহৃত মনিকার হিসাবে রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে অধিকারগুলির চূড়ান্ত বিস্তৃত বর্ণালী, যার মধ্যে রয়েছে: • গ্রুপ এবং সম্মিলিত অধিকার স্ব-সংকল্পের অধিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের অধিকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার যোগাযোগের অধিকার এবং যোগাযোগের অধিকার সাংস্কৃতিক তিহ্যে অংশ নেওয়ার অধিকার আন্তঃকালীন সাম্যতা এবং স্থায়িত্বের অধিকার হিউম্যান অ্যান্ড পিপলস রাইটস অন আফ্রিকান সনদ তাদের মধ্যে অনেককে নিশ্চিত করে: স্ব-সংকল্পের অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার এবং সন্তোষজনক পরিবেশের অধিকার। কিছু দেশে তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার রক্ষার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থাও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য হাঙ্গেরীয় সংসদীয় কমিশনার, ফিনল্যান্ডের ভবিষ্যতের কমিটির সংসদ এবং ইস্রায়েলের নেসেটে ভবিষ্যত প্রজন্মের পূর্ব কমিশন।

অধিকার এবং বাধ্য বাধকতা / RIGHTS AND OBLIGATIONS.

বাধ্যবাধকতা যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ‘অধিকার’ -র প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, এখন কিছুটা বিবেচনা করা হচ্ছে ‘কর্তব্য’ (বা, যেহেতু এটি তাদেরকে ‘বাধ্যবাধকতা’ বলা সাধারণ হয়ে উঠেছে)। অন্তর্নিহিত ধারণাটি হ'ল কর্তব্যগুলির দ্বারা অধিকারগুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ করা দরকার। ;তিহাসিকভাবে, বাম অধিকার অধিকার সম্পর্কে আরও উদ্বিগ্ন হয়েছে; আজকাল এমনকি উদার বামরাও কর্তব্যগুলিতে মনোনিবেশ করেছে। অংশ হিসাবে এটি ‘সুশীল সমাজ’, বিশ্বাসের বিকাশের একটি পরিণতি, পরিবার, স্বেচ্ছাসেবী এবং অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠী এবং ক্রিয়াকলাপ যা একটি শালীন সমাজকে সমর্থন করে। এই বিশ্বাস আংশিকভাবে থ্যাচার বছরগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই বিশ্বাসের আরেকটি উত্স হ'ল পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থাগুলির দুর্বলতাগুলির বিশ্লেষণ, যে রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে মধ্যবর্তী পর্যায় ছিল না, বাফার ছিল না। 2000 সাল থেকে ব্রিটেনের শ্রম ও রক্ষণশীল উভয় পক্ষই জনগণকে তাদের জনসাধারণের দায়িত্বগুলি স্বীকৃতি দেওয়ার এবং এই স্বীকৃতি অনুসারে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।

বাধ্যবাধকতা প্রকৃতি

অধিকার হিসাবে, শর্তাদি কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতাগুলি অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকে কভার করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নরূপে দেওয়া যেতে পারে:

- *নৈতিক বাধ্যবাধকতা;*
- *আইনগত বাধ্যবাধকতা*
- *নাগরিক বাধ্যবাধকতা;*
- *সামাজিক বাধ্যবাধকতা।*

নৈতিক বাধ্যবাধকতা নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলি হ'ল সেই জিনিসগুলি যা করা উচিত কারণ কিছুটা অর্থে তারা শ্বরের প্রতি, অন্যের প্রতি বা নিজের প্রতি এই জাতীয় কর্ম ণী। সুতরাং সত্য কথা বলা, অভাবী অন্যদের সাহায্য করা, ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা এবং এই জাতীয় নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতাগুলি ব্রিটেনে আইন দ্বারা কার্যকর করা যায় না (যদিও কিছু দেশে তারা হ'ল: সৌদি আরবে ব্যভিচার অবৈধ; স্পর্শে আহত ব্যক্তিকে সহায়তা করতে ব্যর্থ হওয়া স্পেনে অবৈধ)। নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলি অবশ্য প্রায়শই আইনী বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে পরিণত হয়, যেমন উপরোক্ত উদাহরণগুলি বর্ণনা করে।

আইনগত বাধ্যবাধকতা আইনী বাধ্যবাধকতাগুলি হ'ল এমন একটি জিনিস যা আদালতে কার্যকর করা যায়, যেমন একটির ট্যাক্স প্রদান করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের অধিকার থাকা অবস্থায় কেবল গাড়ি চালানো এ জাতীয় বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। নাগরিক এবং কোনও রাজ্যের ভূখণ্ডে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তিরা সেই রাজ্যের আইন মান্য করার বাধ্যবাধকতার অধীনে থাকে।

নাগরিক বাধ্যবাধকতা -নাগরিক বাধ্যবাধকতাগুলি এমন একটি ক্রিয়াকলাপ যা আমাদের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে উপভোগ করা অধিকারগুলির শ্রদ্ধা হিসাবে আমাদের সম্পাদন করা উচিত। আমাদের ভোটাধিকারের অধিকার আছে এবং এটি করার নাগরিক বাধ্যবাধকতাও বলা যেতে পারে। (কিছু দেশ যেমন অস্ট্রেলিয়ায় এটি একটি আইনী বাধ্যবাধকতা যা লঙ্ঘিত হলে জরিমানা হতে পারে)

সামাজিক বাধ্যবাধকতা -সামাজিক বাধ্যবাধকতা নাগরিক বাধ্যবাধকতার একটি বর্ধন। এগুলিতে ব্যাপকভাবে অনুরূপ ধারণা জড়িত তবে এর ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে সেই সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা যা সাধারণ ভালোর জন্য অবদান রাখে। এই জাতীয় দায়িত্বগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অধিকারের সাথে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, কেউ সন্তান ধারণের অধিকার দাবি করতে পারে এবং তাদের শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সহজাত বাধ্যবাধকতা হ'ল তাদেরকে যথাযথভাবে উন্নত করা, ভাল নাগরিক হিসাবে তাদের সমাজের সংস্কৃতিতে প্রবর্তন করা এবং ভুল থেকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া। এই জাতীয় বাধ্যবাধকতাগুলি ব্যক্তিগত এবং স্বতন্ত্র ভিত্তিতে ছাড় দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন ধরণের গ্রুপ এবং সংস্থার মধ্যে কাজ করে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য জনগণকে উত্সাহিত করে; উদাহরণস্বরূপ, চাইল্ড কেয়ারের বাধ্যবাধকতার মধ্যে গাইড বা স্কাউট আন্দোলনে কাজ করার মতো এক নিজস্ব শিশু ছাড়াও অন্য শিশুদের যত্ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।